সরকারি ব্যাংকে দেশি সফটওয়্যার ব্যবহারে আর্থিক সম্পর্ক বিভাগের তাগিদ

মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু

- এখনো বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো ব্যাপকভাবে বিদেশি সফটওয়্যারনির্ভর
- ভারতের ব্যাংকগুলো ব্যবহার করছে শতভাগ দেশি সফটওয়্যার
- সিবিএস খাতে এ পর্যন্ত সরকারি ব্যাংকগুলোর খরচ প্রায় ৬০০ কোটি টাকা
- দেশি সফটওয়্যার ব্যবহার সাশ্রয় করবে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা
- ৬০ ব্যাংকের ২৮টি ব্যবহার করছে কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার

আজকের দিনে ব্যাংক খাতের সেবার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে আইসিটি। আর ব্যাংক খাত হচ্ছে প্রতিটি অর্থনৈতিক খাতের প্রাণ। ব্যাংক খাতের আর্থিক লেনদেনে ডিজিটাল ব্যাংকিং বয়ে এনেছে এক ধরনের বিপ্লব। ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় এসেছে অসাধারণ অগ্রগতি। উদাহরণ টেনে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ফলে তহবিল স্থানান্তরের খরচ কমেছে ব্যাপক হারে। অনলাইন ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক পেমেন্ট, সিকিউরিটি ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদির মতো আইসিটি রিলেটেড ব্যাংকিং পণ্য এখন সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে গ্রাহকের পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে– সহজতর উপায়ে স্বল্প সময়ে, নামমাত্র খরচে কিংবা একদম বিনা খরচে।

প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে সক্ষম করে তুলেছে গ্রাহকদের কাছে এটিএম, পোস্ট ফ্যাসিলিটি, মোবাইল ব্যাংকিং, টেলি ব্যাংকিং, ওয়েব ব্যাংকিং, অ্যানি টাইম অ্যানিহয়ার ব্যাংকিং ইত্যাদির মতো নানা ধরনের উদ্ভাবনীমূলক ব্যাংক-পণ্য হাজির করতে। গ্রাহকেরা মনে করেন, প্রাযুক্তিক সমাধানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো যেমনি তাদের কাজকে সহজতর ও দ্রুততর করে তুলছে, তেমনি গ্রাহকদের জন্যও বয়ে আনছে নানা উপকার। তা ছাড়া ব্যাংক-কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তি প্রয়োগের বিস্তার ঘটিয়ে ব্যাংক খাত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকগুলোর মধ্যেও বাস্তব উপলব্ধি এসেছে– তাদের লেনদেনে এসেছে অভাবনীয় গতি, সাশ্রয় হচ্ছে অর্থ ও সময়ের। সম্ভব হচ্ছে গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যাংকগুলো বেঁচে গেছে পুরনো ধাঁচের ব্যাংক সেবাদানের যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা থেকে।

এই ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে ব্যাংকিং সফটওয়্যার। কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার (সিবিএস) সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের দিচ্ছে রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং সার্ভিস। এর মাধ্যমে সক্ষম হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয়ভাবে এমআইএস ও অ্যাডহক রিপোর্ট দিতে। অধিকন্তু সহায়তা করছে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সব স্তরে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন তথ্য প্রবাহে। আজকের দিনের অতিমাত্রিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও উত্তপ্ত ব্যবসায়িক পরিবেশে একটি সেন্ট্র্যালাইজড রোবাস্ট এনভায়রনমেন্টে ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সিবিএস সহায়তা করছে।

২০১১ সালে এদেশের ৪৫ শতাংশ ব্যাংক ব্যবহার করছিল বিদেশি সিবিএস। অপরদিকে ৩২ শতাংশ ব্যাংক ব্যবহার করছিল দেশি সিবিএস। মাত্র ৮ শতাংশ ব্যাংক তখন চলছিল তাদের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ডেভেলপ করা সিবিএস দিয়ে। তখন ১৮ শতাংশ ব্যাংক ব্যবহার করছিল দেশি ও বিদেশি উভয় ধরনের সিবিএস। ২০১২ সালে বিদেশি ও দেশি সফটওয়্যার ব্যবহারকারী ব্যাংকের এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ। কিন্তু ২০১৩ সালে এসে ব্যাংকগুলোতে বিদেশি সফটওয়্যার ব্যবহার কিছুটা বেড়ে যায়। তখন দেখা যায়, ব্যাংকগুলোতে ব্যবহৃত মোট সফটওয়্যারের ৫৩ শতাংশই বিদেশি সফটওয়্যার। স্পষ্টই দেখা গেছে ২০১১-১৫ সময়ে বিদেশি সফটওয়্যার ব্যবহারের পরিমাণ ব্যাংকগুলোতে বেড়ে যায়। এর ফলে দেশি সফটওয়্যারের বাজার মার খায় বিদেশি সফটওয়্যারের বাজারের

কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের জন্য ব্যাংকওয়ারি অর্থ ব্যয়

ব্যাংকের নাম	ব্যয় (কোটি টাকায়)
সোনালী	১২৮.২৮
অগ্রণী	২৬৩.৭৩
জনতা	১৬১.৫৩
রূপালী	২১.৩৭
বেসিক	১১.৪০
বিডিবিএল	০.৭৫
মোট	**৫৮৭.০৬**

সূত্র : আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কাছে। যদিও ২০১৫ সালে দেশি সফটওয়্যারের বাজার ২০১৪ সালের তুলনায় কিছুটা বাড়ে, তবুও ইন-হাউস সফটওয়্যার ব্যবহার কমে যায় ২ শতাংশ।

সিবিএস ছাড়াও আমাদের ব্যাংকগুলো তাদের প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করে বিপুলসংখ্যক অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এগুলো ডেভেলপ করা হয় তাদের নিজস্ব উৎসসূত্রে কিংবা এক্সটার্নাল ভেন্ডর দিয়ে। এগুলোর মধ্যে আছে : রিকনসিলেশন সিস্টেম, পেরোল সিস্টেম, এমপ্লয়িজ ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফরেন এক্সচেঞ্জ রিটার্ন সফটওয়্যার, ক্যাশ ট্র্যানজেকশন রিপোর্টিং সিস্টেম ইত্যাদি। দেখা গেছে, গড়ে ২৩টি, কমপক্ষে ৬টি ও বেশির পক্ষে ৮০টি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার হয় ব্যাংকগুলোতে। এসব সফটওয়্যারের ৫৫ শতাংশ ব্যাংকগুলোর নিজেদের ডেভেলপ করা, ২২ শতাংশ স্থানীয়ভাবে ও বাকি ২৩ শতাংশ বিদেশে ডেভেলপ করা।

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে দেশি সফটওয়্যার ব্যবহার হোক, বেশ কয়েক বছর ধরে এমনি একটি দাবি উচ্চারিত হয়ে আসছে। কিন্তু এখনো বলতে গেলে আমাদের ব্যাংকগুলো বিদেশি সফটওয়্যারনির্ভর রয়ে গেছে। বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি ব্যাংক এখনো ব্যাপকভাবে বিদেশি সফটওয়্যারনির্ভর। বলা হয়, বিদেশি সফটওয়্যারের বাজারের কাছে আমাদের দেশি সফটওয়্যার বাজার মার খাওয়ার এটিও একটি বড় কারণ। দেখা গেছে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের ব্যাংকগুলোতে যেখানে শতভাগ দেশি সফটওয়্যার ব্যবহার হচ্ছে, সেখানে আমরা কেনো পিছিয়ে থাকব। আমাদের অনেক সফটওয়্যার বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সাথে ব্যবহার হচ্ছে। তা ছাড়া বাংলাদেশের সুনাম রয়েছে একটি সফটওয়্যার রফতানিকারক দেশ হিসেবেও। তবে কেনো আমাদের ব্যাংকগুলো সফটওয়্যার ব্যবহারে বিদেশি সফটওয়্যারনির্ভর থাকবে? আমরা যদি আমাদের ব্যাংকগুলোতে শতভাগ দেশি সফটওয়্যার ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারতাম তবে আমাদের সাশ্রয় হতো হাজার হাজার কোটি টাকা। সম্প্রসারিত হতো দেশি সফটওয়্যারের বাজার। বাড়ত কর্মসংস্থানের সুযোগ।

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়– এই উপলব্ধি থেকেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আপাতত সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল– এই ছয়টি সরকারি ব্যাংককে তাগিদ দিয়েছে দেশি সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মো: আসাদুল ইসলাম গত ১৩ আগস্ট অনলাইনে এই ছয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে 'দেশীয় কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার (সিবিএস), কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ' শীর্ষক বৈঠকে এই তাগিদ দেন। দৈনিকটি জানিয়েছে, এই ছয়টি ব্যাংকই দেশি সফটওয়্যার ব্যবহারে সম্মত হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬০টি ব্যাংকের ২৮টি ব্যবহার করছে সিবিএস।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তথ্য-পরিসংখ্যান মতে– সোনালী ব্যাংক এ পর্যন্ত কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের লাইসেন্স ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মোট খরচ করেছে ১২৮ কোটি ২৮ লাখ টাকা; অগ্রণী ব্যাংক ২৬৩ কোটি ৭৩ লাখ টাকা; জনতা ব্যাংক ১৬১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা; রূপালী ব্যাংক ২১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা; বেসিক ব্যাংক ১১ কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং বিডিবিএল ৭৫ লাখ টাকা। এই ছয় ব্যাংক এই খাতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৮৭ কোটি ৬ লাখ টাকা ব্যয় করেছে। সহজেই অনুমেয় এর একটা বড় অংশ ব্যয় মেটাতে হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রায়। দেশি সফটওয়্যার ব্যবহার হলে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হতো। একই সাথে পরিচালনাগত সমস্যায় দ্রুত সমাধান পাওয়া যেত।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) সূত্র মতে, সফটওয়্যার খাত থেকে বাংলাদেশ বছরে ১০০ কোটি টাকা আয় করে। দেশি সফটওয়্যার ব্যাংকিং কোম্পানির মধ্যে রয়েছে লিড করপোরেশন, ফ্লোরা সিস্টেমস, মিলেনিয়াম সফটওয়্যার, ইনফিনিটি সফটওয়্যার, সাউথটেক এবং আইআরএ ইনফোটেক কজ

ফিডব্যাক : mahaqueanu@gmail.com

CJLive
Offer LIVE Webcasting and Conferencing

Starting From
Only 15,000 BDT

About Us

The Comjagat Technologies provides Live Webcasting services to Government Organizations, Business Organizations, NGO's, Educational Institutions, other types of organizations and individuals. We provide Live Webcasting services, which attract more viewers from any part of the world to attend a live event online. It has 7 years' Experience in this area and covered 500+ local and international events.

Our Service
- Live Webcast
- High Quality Video DVD
- Online archive
- Multimedia Support
- Switching Panel

The program we live webcast...
- Seminar, Workshop
- Wedding ceremony
- Press conference
- AGM or
- Any event

01670223187
01711936465

comjagat TECHNOLOGIES
House- 29, Road- 6, Dhanmondi,
Dhaka- 1205, E-mail: live@comjagat.com